তিন তৃণমূল নেতাকে ডিম-থেরাপি থেকে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: একদিকে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘেরাও ও ডিম থেরাপি। অন্যদিকে ল্যাম্পপোস্টে দাঁড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় তৃণমূল প্রধান ও উপপ্রধানকে। এই ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশি নিরাপত্তায় থানায় নিয়ে যাওয়া হল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার ও গৌরহাটি দুই নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান যদুনাথ সিং ও উপপ্রধান শিবশঙ্কর দত্তকে। এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ শিশিরবাবুর বাড়ির সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভ চলাকালীন তাঁর উদ্দেশে ডিম ছোড়ার অভিযোগও ওঠে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর পেয়ে আরামবাগ

থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং নিরাপত্তার স্বার্থে শিশির সরকারকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই শিশির সরকারের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অনিয়মের অভিযোগ জমা হচ্ছিল। অভিযোগের তালিকায় রয়েছে গরিব মানুষের জমি জোর করে দখল, বিজেপি সমর্থক হওয়ার জন্য রেশন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া, গাছ কেটে বিক্রি, তোলাবাজি, মারধর এবং এক মহিলার বাড়িতে লোক পাঠিয়ে নিগ্রহের মতো গুরুতর অভিযোগ। এই সমস্ত অভিযোগের প্রতিবাদেই এদিন এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন বলে দাবি স্থানীয়দের। ঘটনার জেরে গোটা কাপশীট এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। বিজেপি নেতা স্বরাজ ঘোষ বলেন, 'গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করে বিরোধীদের ভয় দেখানোর রাজনীতি আর মানুষ মেনে নিচ্ছেন না। সাধারণ মানুষ নিজেরাই প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন। আমরা চাই প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করুক এবং দোষীদের আইনের আওতায় আনুক। শিশির সরকারের লোক পাঠিয়ে আমার দাঁশ ভেঙে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলাম। কেউ ভয়ে সাহায্য করেনি। এমনই প্রত্যাশা ছিল ওই তৃনমূল নেতা। পুলিশ এবার আইনত ব্যবস্থা নিক।' আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, 'জনরোষের কারনে এই সব হচ্ছে। ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসার সাথে যুক্ত আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি শিশির সরকার ও গৌরহাটি দুই নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান যদুনাথ সিং ও উপপ্রধান শিবশঙ্কর দত্ত। আইন মেনে পুলিশ তদন্ত করে ব্যবস্থা নিক।' সবমিলিয়ে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরামবাগের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, এই ঘটনা রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ভারত সরকারের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান সিআইপিইটি, হলদিয়ায়, পিএম-অজয় (প্রধানমন্ত্রী অনুসূচিত জাতি অভ্যুদয় যোজনা) প্রকল্পের আওতায় তফসিলি জাতি (এসসি) যুবকদের জন্য আয়োজিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন হলদিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রদীপ কুমার বিজলী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন ও অর্থায়ন নিগম-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপেট, হলদিয়ার প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর ও প্রধান পি. কে. সাহু, সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার অরিন্দম পাত্র, কে. সি. মণ্ডল, অফিসার (ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) তুষার চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার প্রিয়াঙ্কু আদওয়ানি, এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, আধিকারিক ও কর্মচারীবৃন্দ।

শিলিগুড়ি থেকে নাগাল্যান্ডের সামরিক শক্তির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন সেনাপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল দীরজ শেঠ বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং পূর্ব ভারতের সেনাবাহিনীর কার্যক্রম-সংক্রান্ত প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে ইস্টার্ন কম্যান্ড বা পূর্ব কম্যান্ড পরিদর্শন করেন। সেনাপ্রধান জেনারেল দীরজ শেঠ ইস্টার্ন কমান্ডের সামরিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে দুদিনের সফরে আসেন। ২০২৬ সালের ১৪ ও ১৫ জুলাই 'ত্রিশক্তি কোর' পরিদর্শনের সময় সেনাপ্রধান 'ইস্টার্ন কমান্ড'-এর অপারেশনাল বা কার্যক্রম-সংক্রান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ত্রিশক্তি কোরের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং তাঁকে সামরিক মোতায়েন, নজরদারি ব্যবস্থা এবং বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। এছাড়া জেনারেল দীরজ শেঠ প্রযুক্তি আধুনিকরণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাহিনীর আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগগুলি পর্যালোচনা করেন। সেনাপ্রধান ১৫ জুলাই সেনাপ্রধান উত্তরবঙ্গের বেড়ুবি মিলিটারি স্টেশন পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা মূল্যায়ন করেন এবং অপারেশনাল লজিস্টিকস বা কার্যক্রম-সহায়ক ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করেন। এই দিন শিলিগুড়ির ১১১ এরিয়া (বেড়ুবি) পরিদর্শনের সময় আইজি (এফটিআর) শিলিগুড়ি, শ্রী বন্দনা সাক্সেনা, সেনাপ্রধান জেনারেল দীরজ শেঠ (পিডিএসএম, ইউওয়াইএসএম, এভিএসএম)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় সেনাপ্রধানকে ভারত-নেপাল ও ভারত-ভুটান সীমান্তের সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, সেনাবাহিনী ও এনএসসি-র যৌথ প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক কার্যক্ষমতা ও সমন্বয়ের বিষয়ে অবহিত করা হয়। জেনারেল দীরজ শেঠ পরবর্তী সময় স্পিয়ার কোর পরিদর্শন করেন এবং এর সামরিক প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁকে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা পরিবর্তনশীল পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে আন্তঃসংস্থা সমন্বয় এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি আরও বাড়ানোর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করেন। স্পিয়ার কোর যার সদর দপ্তর নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরের রাঙ্গাপাহার মিলিটারি স্টেশনে অবস্থিত। এটি মূলত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ বিশেষ করে নাগাল্যান্ড, মণিপুর, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরায় বিদ্রোহ-দমন অভিযান, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগকালীন ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এই অঞ্চলে উত্তর-পূর্ব জুড়ে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নকে উসাহিত করার লক্ষ্যে গৃহীত সামাজিক উদ্যোগগুলোও পর্যালোচনা করেন। সেনাপ্রধান সৈন্যদের সঙ্গে আলাপচারিতায় সতর্কতা, আন্তর্নিরীক্ষার উপর ভিত্তি করে তাঁর ভবিষ্যত রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই নীতিগুলি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দ্রুত অভিযোজনযোগ্য এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকতে সক্ষম করবে এবং একই সঙ্গে মোদী সরকারের তাহত ভিশন ২০৪৭-এ অবদান রাখবে। সেনাপ্রধান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালনকালে সকল পদমর্যাদার সৈন্যদের পেশাদারিত্ব, উচ্চ মনোবল, শত্রু দমন এবং অটল প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করেন।

সুজাপুরে নৃশংসভাবে স্বামী খুন, আটক স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আবারও নৃশংসভাবে কালিয়াচক থানার সুজাপুরে খুন হলেন এক ব্যবসায়ী। মঙ্গলবার মধ্যরাতে এই খুনের ঘটনার বিষয়টি বুধবার সকালে জানাজানি হতেই গোটা এলাকায় তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। যদিও খুনের ঘটনার পর গভীর রাতেই তদন্তে যায় কালিয়াচক থানার পুলিশ। মৃতের স্ত্রীর মুখ থেকে অসংলগ্ন কথাবার্তা শোনার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পুরনো কোনও শত্রুতা বা পরকীয়া সম্পর্কের জেরে এই খুনের ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রহিমুল শেখ (৩০)। তিনি পেশায় প্লাস্টিক ব্যবসায়ী এবং সুজাপুরের একটি ধরম কাটায় ম্যানেজারি করতেন। মৃতের স্ত্রী মুন্তাশা খাতুন এবং তাদের এক সাত মাসের কন্যা সন্তান রয়েছে। গত দুবছর আগেই বিয়ে হয়েছিল রহিমুলের। কিন্তু এই খুনের ঘটনাটি নিয়েই চরম ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এদিন রাতে তদন্তে গিয়ে পুলিশ দেখতে পায় মৃতের দেহ দোতলার একটি ঘরের বিছানায় পড়ে রয়েছে। মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। বিছানার একাংশ রক্তে ভিজে গিয়েছে। পাশাপাশি মশারির একটি দিক একদম গোল ভাবে মাপ করে কাটা রয়েছে। আর বিছানার যেখানে ওই ব্যক্তির দেহ পড়েছিল তার পাশেই রয়েছে লোহার গ্রিল দেওয়া জানালা। পুলিশি আটক রহস্যের আগে মৃতের স্ত্রী মুন্তাশা খাতুন বলেন, এদিন ক্লান্ত অবস্থায় এসে তার স্বামী খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ে। কারো সাথে কথাও বলে নি। রাত সাড়ে বারোটার সময় স্বামীর আওয়াজ পেয়ে ধরপরিয়ে উঠি। ঘরের লাইট জ্বালাতেই দেখি গোটা বিছানা রক্তে ভেসে গিয়েছে। আর পাশের জানালা দিয়ে তিনজন মোবাইলে আলো জ্বালিয়ে দেখছে। চিৎকার করতেই ওরা পালিয়ে যায়। তারপরে এলাকা জুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। মৃতের দাদা মহম্মদ আনারুল শেখ বলেন, 'আইকে কেন খুন করা হলো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ভাইয়ের জমি, জায়গা কেনার যুব শখ রয়েছে। বেশ কিছু জমিও সে কিনেছিল। ব্যবসার পাশাপাশি একটি ধরমকাটায় ম্যানেজার হিসেবেও কাজ করতো। কোনো শত্রু ছিল না। কারা মারলো পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখুক।' প্রশ্ন হচ্ছে এই ঘটনাটি যখন ঘটছে স্বামীর পাশেই ঘুমিয়ে ছিলেন স্ত্রী। তিনি তখন জানতে পারলেন না কেন? পাশাপাশি একজনের মধ্যে নিখুঁতভাবে গোল করে মশারি কাটা এবং জানালার থেকে বিছানার কিছুটা দূরত্বে কিভাবে হাত ঢুকিয়ে অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো দুষ্কৃতীরা সেটাও ভাবিয়ে তোলার মতো। কিন্তু মৃতের স্ত্রীর এমন অসংলগ্ন কথাবার্তাতেই তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে।

মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করলে ডিম খেতে হয়, জেলেও যেতে হয়: দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করলে ডিমও খেতে হয় দিলেও যেতে হয়। বুধবার মায়াপুর ইসকনে রথযাত্রা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার আগে মায়াপুর মরে দাঁড়িয়ে এমনই বিস্ফোরক কথা বললেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষ এও জানান, 'বাংলার মানুষ আগে ডিম খেয়েছে লাঠি খেয়েছে গালাগালি খেয়েছে মিথ্যে কেস খেয়েছে তবুও প্রত্যাঘাত করছেন না। ডিম খাইয়ে যোগ্য জবাব দিচ্ছে। ইট, পাটকেল মারলে দোষ হতো, এত দিনের মানুষের যা রাগ ছিল জমে, তা মানুষ উগড়ে দিয়েছে। তারই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।' বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি এমনও বার্তা দেন, প্রশাসনের সঙ্গে থেকে মানুষকে উন্নয়নের স্বাদ দেওয়া। তিনি বলেন, 'আপনারা যে লড়াই জারি রেখেছেন পশ্চিমবাংলাকে সোনার বাংলা বানানোর লড়াই করবেন। বহু কর্মী চলে গেছেন, মারা গেছেন যারা এই দিনটা দেখতে পায়নি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পশ্চিমবাংলার নতুন সরকারকে সুগমভাবে কাজ করার সুযোগ দেব। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে দিনরাত এক করে এভাবে কাজ চলছে আমরা এটাই চাইছিলাম। দিল্লি থেকে অনেক টাকা এসেছে কাজ করার জন্য কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধানরা সব পালিয়ে গেছে বাড়িঘর ছেড়ে যাতে আমরা কোন রকম কাজ না করতে পারি।' দিলীপ ঘোষ এও বলেন, 'এক আধটা ডিম খান তাতে আপত্তি নেই, যেদিন বাড়িতে আদলা ইট পড়বে তখন বুঝতে পারবেন।'

শিল্পের জমিতে শিল্প হওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: শিল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা জমিতে শিল্প হোক, হোক কর্মসংস্থান। কৃষকদের ন্যায্য দাম দেওয়া হোক জমির। এই দাবিকে সামনে রেখে বীরভূমের সিউড়িতে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দিল বোলপুরের শিবপুর জমিহারা কৃষক সংগ্রাম মঞ্চ। তাদের দাবি ২০০২ সালে তৎকালীন বাম সরকার শিল্প করার জন্য শিবপুরে অধিগ্রহণ করেছিল এই জমি। পরবর্তী ক্ষেত্রে সেখানে শিল্প হয়নি। পাশাপাশি অধিগ্রহণ করা জমির নির্ধারিত মূল্য দেওয়া হয়নি কৃষকদের। পরবর্তী ক্ষেত্রে তৃণমূল সরকার সেখানে শিল্পের বদলে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি বাজার বসিয়েছেন। সেখানে কোনও শিল্প হয়নি বলে অভিযোগ।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ
৯৮৩১৯১৯৭৯১
৯৩৩১০৫৯০৬০০

SBI এসবিআই, এইচএলসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
১ম ফ্লোর, উইন্ডসর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কৃষ্ণাখালী, ইএম বাইপাস, কলকাতা- ৭০০১০৩, ই-মেইল: sbi.16286@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: শর্মি দাশগুপ্ত, মোঃ- ৯৬৭৪৭৯৯১৫৯, ৯৮৩০৩৩৯৯০৭, ই-মেইল আইডি: sbi.16286@sbi.co.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের অধীনে ও সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকন্সীলিয়ান অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গণ/জামিনদার/বন্ধকদাতাগণকে নোটিস দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** (সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণের নিদর্শীতে যথাক্রমে বিশদ) **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার যারা নেওয়া হয়েছে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ৩১.০৭.২০২৬ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থত্ব দলিল জমা দেওয়া বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমান	রিজার্ভ মূল্য ইএমডি ১০% বিড বৃদ্ধির পরিমান
১.	**শ্রী সুহেশিস দাস** পিতা- প্রয়াত অমর চন্দ্র দাস এবং **শ্রীমতি চন্দনা দাস** স্বামী- শ্রী সুহেশিস দাস **ঠিকানা ১** : পি-৪০, প্রপতি অ্যাভিনিউ, রায়নগর, পোঃ ও থানা- বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৭০০০৭০ **ঠিকানা ২** : ফ্ল্যাট নং: টি২, তৃতীয় ফ্লোর, ব্লক- ক্তে', "**মা অ্যাপার্টমেন্ট**", প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর, পোঃ ও থানা- বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৭০০০৭০ **ঠিকানা ৩** : ফ্ল্যাট নং: টি১, তৃতীয় ফ্লোর, ব্লক- ক্তে', "**মা অ্যাপার্টমেন্ট**", প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর, পোঃ ও থানা- বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৭০০০৭০	**সম্পত্তি ১:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট "**মার নং টি৮**" তৃতীয় ফ্লোরে (দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম) দিকে লিফ্ট সুবিধা সহ যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা কমবেশি **৯৪২ বর্গফুট**, যার মধ্যে রয়েছে দুটি শোওয়ার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি ডাইনিং রুম, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা, মার্বেল ফ্লোরিং সহ "**মা অ্যাপার্টমেন্ট**" নামের গ্রাউন্ড প্লাস তিন তলা বিল্ডিং-এর **ব্লক-'ক্তে'**, যা প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর, ওয়ার্ড নং ১১২, পোঃ- বাঁশদ্রোণী, থানা- বাঁশদ্রোণী পূর্বতন রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-৭০০০৭০, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। আলিপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত ও জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের এক্তিয়ারের মধ্যে এবং সেই সাথে আনুপাতিক অবিভক্ত জমির অংশ এবং সমস্ত সাধারণ অধিকার এবং সুবিধা এবং আচ্ছন্দ্য এবং ওই বিল্ডিং-এর ফিক্সচার এবং বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন সহ। **সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে**- প্রেমিসেস নং ২০৭৩, **দক্ষিণে**- তাপস নস্করের জমি, **পূর্বে**- হরপ্রসাদ দত্তের জমি, **পশ্চিমে**- ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ। **দলিলের বিবরণ: এডিএসআর আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গে ২০২৩ সালের জমা বুক ১, ভলিউম নম্বর ১৬০৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬৩৯৭১ থেকে ৬৩৯৭৩, নম্বর ১৬০৫০১৬৩৯৯ তে নিবন্ধিত।** **মালিক :- ১. শ্রী সুহেশিস দাস, পিতা- প্রয়াত অমর চন্দ্র দাস, ২. শ্রীমতি চন্দনা দাস, স্বামী- শ্রী সুহেশিস দাস।**	৯৬৯,২২,৬৪৮.০০ টাকা (ছিয়ানব্বই লক্ষ বিরানব্বই হাজার ছয়শো আটচল্লিশ টাকা মাত্র) ৩১.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং ৩১.১২.২০২৫ তারিখ থেকে এর উপর পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ।	৯৪,২২,০০০/- টাকা ৯,৪২,৩০০ টাকা ১০,০০০/- টাকা **সম্পত্তি ২:** ৪৭,১২,০০০/- টাকা ৪,৭১,২০০ টাকা ১০,০০০/- টাকা

সম্পত্তি ২: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট "**মার নং টি১**" তৃতীয় ফ্লোরে (উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম) দিকে লিফ্ট সুবিধা সহ যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা কমবেশি **৯৮৭ বর্গফুট**, যার মধ্যে রয়েছে দুটি শোওয়ার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি ডাইনিং রুম, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা, মার্বেল ফ্লোরিং সহ "**মা অ্যাপার্টমেন্ট**" নামের গ্রাউন্ড প্লাস তিন তলা বিল্ডিং-এর **ব্লক-'ক্তে'**, যা প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর, ওয়ার্ড নং ১১২, পোঃ- বাঁশদ্রোণী, থানা- বাঁশদ্রোণী পূর্বতন রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৭০, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। আলিপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত ও জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের এক্তিয়ারের মধ্যে এবং সেই সাথে আনুপাতিক অবিভক্ত জমির অংশ এবং সমস্ত সাধারণ অধিকার এবং সুবিধা এবং আচ্ছন্দ্য এবং ওই বিল্ডিং-এর ফিক্সচার এবং বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন সহ।
সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে- প্রেমিসেস নং ২০৭৩, **দক্ষিণে**- তাপস নস্করের জমি, **পূর্বে**- হরপ্রসাদ দত্তের জমি, **পশ্চিমে**- ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ।
দলিলের বিবরণ: এডিএসআর আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গে ২০২৩ সালের জমা বুক ১, ভলিউম নম্বর ১৬০৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬৩৯৪৪ থেকে ৬৩৯৭১, নম্বর ১৬০৫০১৬৩৯ তে নিবন্ধিত।
মালিক :- ১. শ্রী সুহেশিস দাস, পিতা- প্রয়াত অমর চন্দ্র দাস, ২. শ্রীমতি চন্দনা দাস, স্বামী- শ্রী সুহেশিস দাস। | | |

দখলের ধরন: বাস্তবিক **পরিদর্শনের তারিখ : ২৪.০৭.২০২৬**

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নিদিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক:- **https://baanknet.com** দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
● নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে, আগ্রহী দরদাতাকে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ১৬.০৭.২০২৬
স্থান: উত্তর কৃষ্ণাখালী, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কাঁকসার রথতলার রথের মেলার মূল আকর্ষণ ঘাড়নাড়া দাদু

সুজিত ভট্টাচার্য্য

কাঁকসা: প্রায় ১০০ বছর হতে চলছে কাঁকসায় রথতলার রথ। এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রতি বছর গ্রামীণ মেলাও বসে এলাকায়। এই মেলার বৈশিষ্ট্য হল মাটির পুতুল। বিশেষ করে মাটির তৈরি ঘাড়নাড়া দাদু । পাকা দাড়ি হাতে ছকো নিয়ে বসে ঘাড় নড়িয়া শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল এক সময়। এই মাটির পুতুল। কাঁকসাসহ মাটির দাম বাড়ছে আর মাটি না পাওয়ায় ক্রমেই হারিয়ে যেতে বসেছে এই শিল্প। তার পরিবর্তে মেলার আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কাঠের তৈরি খেলনা কাঁকসার রথ তলায় ৭টি মৃৎশিল্পীরা বসবাস করেন। এক সময় মাটির তৈরি পুতুল বিক্রি করে রথের মেলায় ভালই রোজগারের মুখ দেখতো এই শিল্পীরা। বর্তমানে চাহিদা কমে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই কাঠের খেলনা বানাচ্ছেন অনেকে। শিল্পী প্রশান্ত সূত্রধর জানিয়েছেন, মেলাটি তাঁর বাবার আমল থেকে দেখে আসছেন, তখন অনেক জায়গা থাকতো বেশ বড় একটা মেলা হতো। তেলে ভাজা থেকে জিলিপি সব থাকলেও মাটির পুতুলের চাহিদা ছিল বেশ। এখন মাটি সেই ভাবে পাওয়া যায় না। এছাড়াও ছোটদের কাছে মেলার সব থেকে আকর্ষণীয় যেটা ঘাড় নাড়া দাদু , সেটার দিকে তেমন ঝোঁক নেই তাদের। তার বদলে প্লাস্টিকের ছোটা ভীম, মটু পাতলু জায়গা করে নিয়েছে। ফলে এই পুতুল আগে যেমন ৫০০টিরও বেশি এক একজন শিল্পী বানাতেন এখন জনা কয়েক শিল্পী বানান। সরকারিভাবে তেমন কোনও সাহায্যও তেমন নেই যে তারা সেটাকে টিকিয়ে রাখবে। তাই মেলার ঐতিহ্য টিকিয়ে রেখেছেন শুধু কয়েকজন। জায়গা না থাকায় মেলার পরিসরও অনেকটাই কমে গিয়েছে। এক সময় এলাকার শিল্পীরা ছাড়াও

বাইরে থেকে অনেক শিল্পী মাটির তৈরি পুতুল নিয়ে আসতেন এখন তাঁরাও আসেন না। এছাড়াও নতুন প্রজন্ম তেমন ভাবে মাটির পুতুল তৈরিতে আগ্রহ দেখায় না । ফলে আগামী দিনে এই শিল্প কি ভাবে বেঁচে থাকবে সেই নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে শিল্পীদের মধ্যে।

SBI এসবিআই এইচএলসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পোঃ-ব্যারাকপুর, জেলা- ২৪ পরগণা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০১২০,
ইমেল আইডি : sbi.64076@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-ঃ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নম্বর ৪৩০১৬২৬০৫৯৮ (এইচএলএল)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি ব্যারাকপুর** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে সিকিউরিটিইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর নিয়ম ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন যার তারিখ ০২.০৫.২০২৬, যেখানে ঋণগ্রহীতা(গণ): **শ্রী সুমন মণ্ডল, পিতা- প্রয়াত তুলসী দাস মণ্ডল, শ্রীমতি